

101ST ANNIVERSARY OF MULLUK CHOLO MOVEMENT

Tea workers' suffering is not just a labour issue



Shamsuddoza Sajen is a journalist and researcher.

SHAMSUDDOZA SAJEN

ON May 20, 1921, around 3,000 tea labourers were waiting at Chandpur railway station. The last train had left at around 10:30pm. The stranded workers and their families went to sleep after having a scanty meal supplied by the local people. At the dead of the night, in the presence of the commissioner, the magistrate and the railway officials, after the lights were put out, after all the outsiders were turned out of the station yard, the infamous Gurkha troops were let loose upon these tea labourers.

That unprovoked and brutal attack has another parallel in the history of South Asia: The Jallianwala Bagh massacre led by Col Reginald Dyer on April 13, 1919 in India's Amritsar. Deshbandhu Chittaranjan Das (CR Das), who visited Chandpur immediately after the event, pointed out in his testimony that the officials admitted they had wanted to "create 'an impression' on the coolies very much the same way in which Dyer had created 'an impression' in Amritsar."

What was that impression? Dyer, by his own admission, had sought to "teach a lesson" to the "wicked Indians" and create a "wide impression" of the costs of defying lawful authority by killing hundreds of people in cold blood. In the case of Chandpur attack, the British government, in collusion with tea estate owners, tried to teach the sanctity of capital and profits by suppressing a revolt by the tea workers, who abandoned *en masse* the tea estates in Chargola and Longlai valleys (in Sylhet) and marched towards their home of origin to escape serfdom (with the slogan "Mulluk Cholo" or "return to homeland").

But the tea workers won the day. The exodus created a political tumult for nearly three months (May 3-August 3, 1921).



An economic struggle in the beginning, the sporadic strikes culminated into a mass political action, as Amalendu Guha commented in his book *"Planter Raj to Swaraj"* (1977).

The widespread strike of tea workers was immediately followed by the equally famous Assam Bengal Railways and Inland Steamer Navigation workers' strikes. Various groups of professionals and workers joined the strikes in protest against the brutal police firing on tea garden workers. Almost the entire East Bengal cheerfully undertook sacrifice to support the cause of tea labourers. The British government was forced to make arrangements for the tea workers to return to their home states.

Although the massive strike and sacrifice of the tea workers "laid the foundation of Swaraj," as termed by Chittaranjan Das, the situation in the tea plantation estates didn't change much. The British Raj ended in 1947. Unfortunately, the tea labourers' struggle didn't end. The governments of the natives weren't any less brutal or unmindful to the woes of the tea labourers.

▲ Tea workers are paid by a European employer in Assam circa 1903.

PHOTO COURTESY: BOURNE & SHEPHERD

Tea workers in Bangladesh again valiantly fought against the Pakistani hoarders in 1971. Has independence brought any change to their lives?

Tea workers are one of the least paid labourers in the country. Recently, the Minimum Wage Board finalised the draft of a wage recommendation for tea workers, fixing a ridiculous figure of Tk 117-120 as daily wage. It seems the tea garden owners have hijacked the wage board. Tea workers also don't enjoy the rights of workers as stipulated in the country's labour law. For example, after working all their lives in the tea gardens they don't get gratuity at the end of their services.


However, the sufferings of tea workers are not limited to the wage and labour issues. They are one of the most excluded and marginalised sections of society. The old colonial and racist system is still deeply entrenched in the estates. Tea labourers are kept isolated from the mainstream communities. They are tied to the tea gardens. They don't possess any land inside or outside the gardens. They have to live in labour lines (residential areas

of the workers). Therefore, when they demand gratuity upon retirement, they are threatened with eviction from their residence. A family member replaces the retiree to continue to live in the same small plot of land, and thus the exploitation perpetuates for generations. They have little access to government services. You will hardly find the "developmental state" there, except when there is a law-and-order problem.

Chittaranjan Das made a pertinent point in his testimony regarding the tea workers' march and subsequent attack on those workers in Chandpur. "I assert with all the emphasis I can command that these strikes are not labour strikes. They are not political either. They are national. They have sprung from the same spirit with which the battle of *Swaraj* is being fought all over the country, and is part of the general non-cooperation movement," he said. I think the government should learn from the insight of this great leader of undivided Bengal. The problem of tea workers is a national problem. In a modern, civilised nation, you can't continue a colonial production system and the extreme exploitation of labourers involved in the process.

Globally, the plantation system has undergone substantial changes. Previous plantation colonies such as the Caribbean Islands and Mauritius are now ruled by the descendants of those who were taken there as slaves and indentured labourers. The wage and living conditions of tea workers in neighbouring India are far better than those of Bangladeshi tea labourers. In India, for example, an unskilled worker gets a minimum wage of 331 rupees per day, which is more than double in comparison to a Bangladeshi skilled worker.

Along with the tea workers, we must raise our voice for restructuring the tea plantation system in Bangladesh. Not out of sympathy for their woes, but in solidarity with their fight for their rights. If we continue to maintain silence in the face of such injustice, we will only perpetuate the oppression of capital and its subservient state apparatus.



ক্যান্টনমেন্ট এন্ড্রিকিউটিভ অফিসারের কার্যালয়

বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট

বগুড়া।

www.cbb.gov.bd

পত্র নম্বরঃ ২৩.২২.৭০০৬.০১১.০৭.০০১.২১.৪৩৮

তারিখঃ ০৪ জুলাই ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৮ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বোর্ড পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিম্নবর্ণিত পদে অস্থায়ীভিত্তিতে নিয়োগের লক্ষ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের নিকট হতে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছেঃ-

ক্রমিক	পদের নাম ও বেতন স্কেল	পদের সংখ্যা	ন্যূনতম শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা (ক্যান্টনমেন্ট সার্ভিস নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা-২০১৯ (সংশোধিত) অনুযায়ী)	ফেসব জেলার প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০১	ট্যাক্স ক্লার্ক (৯৩০০-২২৪৯০/-) গ্রেড -১৬	০১ (এক)	স্নাতক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ন্যূনতম ২.৫ জিপিএ প্রাপ্ত এইচএসসি (বাণিজ্য) অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে ন্যূনতম ০৬(ছয়) মাস মেয়াদী কম্পিউটার কোর্স সম্পন্ন হতে হবে।	
০২	গাড়ী চালক (হালকা) (৯৩০০-২২৪৯০/-) গ্রেড -১৬	০৩ (তিন)	স্নাতক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি পাস এবং উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স (হালকা) সহ ড্রাইভার হিসেবে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ
০৩	কম্পারভেন্স সুপারভাইজার (৯০০০-২১৮০০/-) গ্রেড -১৭	০১ (এক)	স্নাতক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন।	
০৪	অফিস সহায়ক (৮২৫০-২০০১০/-) গ্রেড -২০	০১ (এক)	স্নাতক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম এসএসসি বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন।	বগুড়া, জামালপুর
০৫	নিরাপত্তা প্রহরী (৮২৫০-২০০১০/-) গ্রেড -২০	০৪ (চার)	স্নাতক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ন্যূনতম ৮ম গ্রেপি পাস পাস হতে হবে।	টাঙ্গাইল নবাবগঞ্জ, শরীয়তপুর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, নড়াইল


(কি দ্রুত মুক্তিযোদ্ধা/প্রতিবন্ধী কোটায় সকল জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।)

- ক্যান্টনমেন্ট এন্ড্রিকিউটিভ অফিসার, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আবেদনপত্র আগামী ১৩/০৬/২০২২ তারিখের মধ্যে (অফিস চলাকালীন সময়ে) পৌঁছাতে হবে। খামের উপরের ডানপাশে আবেদনকৃত পদের নাম, নিজ জেলা ও কোটার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) উল্লেখ করতে হবে। উক্ত তারিখের পরে প্রাপ্ত/কৃতিপূর্ণ / অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- Application form for govt. Job (www.mopa.gov.bd)** অথবা বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ওয়েব সাইট **www.cbb.gov.bd** থেকে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণপূর্বক (মোবাইল নম্বরসহ) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে- (ক) ক্যান্টনমেন্ট এন্ড্রিকিউটিভ অফিসার, বগুড়া সেনানিবাসের অনুকূলে সোনালী ব্যাংক লিঃ এর যে কোন শাখা হতে নিয়োগ পরীক্ষার ফিস বাবদ ২০০/- (দুইশত) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (অস্বৈরভযোগ্য) দাখিল করতে হবে (খ) সম্প্রতি তোলা ০৩ কপি পার্সপোর্ট সাইজের কালার ছবি (গ) প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখপূর্বক অব্যবহৃত ডাকটিকিট মুক্ত (৯.৫ X ৪.৫ ইঞ্চি) পৃথক একটি খাম সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রার্থীর বয়স ৩১/০৫/২০২২ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ (আঠার) এবং সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) বছর। তবে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা/প্রতিবন্ধী প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩২ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য হবে। বয়স প্রমানের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
- মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতিন-নাতিনির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সনদের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে। এ ছাড়া সরকার অনুমোদিত অন্যান্য কোটা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে।
- সরকারি/আধা সরকারি সংস্থায় চাকুরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। কোন অগ্রিম কপি গ্রহণযোগ্য নয়।
- লিখিত/মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় আবেদনে দাখিলকৃত শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র, অভিজ্ঞতার সনদ, জন্ম নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, জাতীয় পরিচয় পত্র এবং বিভিন্ন কোটার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র এর মূল কপিসহ এক সেট সত্যায়িত কপি সঙ্গে আনতে হবে।
- অসভ্য/কৃতিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত কোন তথ্য/নিয়োগ কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে বা নিয়োগদানের পরেও অসভ্য/কৃতিপূর্ণ প্রমাণিত হলে আবেদনপত্র নির্বাচন বা নিয়োগ সরাসরি বাতিল করা হবে। আবেদনপত্র গ্রহণ ও বাতিল করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ ও সময় আবেদনকারীকে ডাকযোগে নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্রের মাধ্যমে জানানো হবে। এ ছাড়াও নিয়োগ সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি এ দপ্তরের ওয়েব সাইট থেকে জানা যাবে।
- নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপিত পদের সংখ্যা ত্রুটি/বৃদ্ধি, বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোন শর্ত বা অনুল্লেখিত সংশোধন/পরিবর্তন/পরিমার্জন বা বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য কোন টিএ/ডিএ ভাতা প্রদান করা হবে না।

(মোহসীন আফরিন)

ক্যান্টনমেন্ট এন্ড্রিকিউটিভ অফিসার
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট।

GD-1011



IBA Admission Test

BBA 30th BATCH (SESSION 2021-2022)

BBA Admission Test (2021-22) of Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka (DU) will be held on **Friday, June 24, 2022 from 10:00 am to 12:00 noon.**

ELIGIBILITY

1. For Applicants Who Have Passed SSC/HSC:

Students who have fulfilled the stipulated requirements for applying in different units of DU, and have passed their SSC or equivalent exam during 2016-2019 and HSC or equivalent exam in 2021 are only eligible to apply for 2021-2022 academic session. They must have a minimum 7.5 as total of SSC & HSC GPA (including the 4th subject). Candidates must secure at least 3.5 GPA in both the exams to be eligible to apply.

2. For Applicants Who Have Passed IGCSE/O-Level and IAL/GCE A-Level or Equivalent Exam:

Students who have passed IGCSE/O-level exam with at least 5 subjects (including mathematics) during 2016-2019 and IAL/GCE A-Level exam with at least 2 subjects (final result of at least one subject must have been published in 2021) are eligible to apply. Out of the 7 subjects in IGCSE/O-Level and IAL/GCE A-level, candidates should get minimum 4 B grades and 3 C grades. Among the best five grades of O-level and best two grades of A-level, **no 'D' grade will be accepted.**

3. No candidate is eligible to sit for this year's admission test, if he/she had appeared in any admission test of DU, including IBA in 2021 or before.

Candidates from O-level, A-level or from all other boards outside the country have to obtain "Equivalence Certificate" from IBA before applying. For equivalence certificate visit the DU admission website: <https://admission.eis.du.ac.bd> Those who have already received their equivalence certificate while applying in different units of DU, need not apply for the equivalence certificate again.

SELECTION PROCEDURE

All **Bangladeshi** applicants must take the Admission Test. The test has two components: Written Assessment and Communication Test. The Written Assessment component evaluates applicant's aptitude in: Language, Mathematics, and Analytical ability. To pass the Written Test, an applicant must obtain a minimum qualifying score in each of the stated areas. For the Communication Test, applicants will be selected on the basis of their performance in the Written Assessment.

Foreign nationals with a score of at least 1265 out of 1600 in SAT Reasoning Test (with at least 600 in Math and 575 in reading and writing) may be exempted from the Written Assessment, but must appear in the Communication Test.

HOW TO APPLY

The application is to be made **online (at <https://admission.eis.du.ac.bd>) starting from 9:00 am Saturday, May 21, 2022 to 12:00 am Saturday, June 11, 2022. The payment of application fees of Tk. 1250 (including online processing fees and bank service charge) **needs to be done by 5:00 pm Sunday, June 12, 2022. Admit Card can be downloaded from 12 pm Thursday, June 16, 2022 to 12 pm Thursday, June 23, 2022.** For detailed application procedure, visit the IBA website at <https://www.iba-du.edu> or the DU admission website: <https://admission.eis.du.ac.bd>.**

For further information, contact the BBA Program Office at 01772563303 or 01886171661 between 10:00 am - 5:00 pm any day or email at bba-admission2022@iba-du.edu.

Please note that the admission test will be held only in Dhaka city and in light of the current COVID scenario, necessary safety protocols will be strictly maintained while administering the admission test.

Director
Institute of Business Administration
University of Dhaka, Dhaka-1000

GD-1016